গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বেলা ১১.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব জনাব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরুপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত।	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	রাজস্বখাত হতে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে হতে অদ্যাবধি	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নিম্নরূপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন। যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭ টি লক্ষ্যমাত্রায় লিড, ৩ টি লক্ষ্যমাত্রায় কো-লিড ও ৩০ টি লক্ষ্যমাত্রায় এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত SDG Action Plan অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ SDG কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ইতোমধ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক গত ২১/০৮/২০২৩ তারিখে SDG বাস্তবায়নে ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক SDG বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	দপ্তর/সংস্থাসমূহকে SDG বাস্তবায়নে ২য় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই সভা চলতি মাসের ২৫/২৬ তারিখের মধ্যে আহবানের ব্যবস্থা করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভায় অবহিত করেন যে, 'হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের যাচাই সভা আহবানের জন্য দ্রুত নথি উপস্থাপন করা হবে। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১) মৎস্য চাষ ম্যানেজমেন্ট-এর বিষয়ে উল্লেখ করেন।	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের অতি শীঘ্র যাচাই সভা আহবান করতে হবে। খ) হাওর অঞ্চলে মৎস্য চাষের বিষয়টি ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও অধিক দেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে; এর মধ্যে সৌদি আরব উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ৩৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে Wild Catch মৎস্য পণ্য রপ্তানির জন্য SFDA কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে মৎস্য পণ্য রপ্তানি করছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে মোট ৩০১.৮৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ১৩৫.১৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভায় অবহিত করেন যে, আমাদের দেশে কাটাযুক্ত মাছ বেশী। বিদেশের বাজারে কাটামুক্ত মাছের চাহিদা রয়েছে। কাটামুক্ত মাছ বাজারজাত করা হলে বাচ্চারাও মাছ খেতে অভ্যস্ত হবে। কাটামুক্ত মাছের ওয়েষ্টগুলো অন্য কোন কাজে লাগানো যেতে পারে। বিদেশের বাজারে কিভাবে কাটামুক্ত মাছ রপ্তানী করা যায় সে বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যুগ্মসচিব (মৎস্য-২ অধিশাখা) সভায় অবহিত করেন, এয়ারটাইট ফিস প্যাকেজিং এর মাধ্যমে মাছ প্রসেসিং করে রপ্তানি করা যেতে পারে।	ক) কাঁটাযুক্ত মাছ ফিস প্রসেসিং-এর মাধ্যমে কাঁটামুক্ত করে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশসমূহে রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। খ) সৌদি আরবসহ মুসলীম অন্যান্য দেশসমূহে মাংস রপ্তানি কার্যক্রম চলমান রাখা এবং সৌদি আরব মাংস রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কুয়েত এবং মালদ্বীপে মাংস রপ্তানি চলমান আছে। সৌদি আরবে মাংস রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ইপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং ল্যাবরেটরি সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইপিডেমিওলজি ইউনিটের প্রতিবেদন FAO-ECTAD, Bangladesh-এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। FAO-ECTAD-এর প্রতিবেদন পাওয়া গেলে SFDA বরাবর মাংস রপ্তানীর জন্য পূন:রায় আবেদন দাখিল করা হবে।		
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চাহিদা ও অন্যান্য কম্প্ল্যায়েন্স বিষয়ে নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট প্রস্তুতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ভ্যালু এ্যাডেড প্রোডাক্ট রপ্তানিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।	ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) সভায় জানান যে, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১২(বার) জন এবং ০৮(আট) জন রপ্তানিকারক/ব্যবসায়ীকে রপ্তানীযোগ্য মাছের সংরক্ষণ ও হিমায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে বর্ণিত কেন্দ্র ০২টি'র সংরক্ষণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৪৫০ টন ও ১০০ টন এবং হিমায়ন ক্ষমতা দৈনিক ৮ টন ও ৬ টন। অধিক সংখ্যক বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। চলতি অর্থবছরে (আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত) চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার কর্তৃক ৬,৫১২ মেঃ টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।		
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি সহজতর করতে এবং বেসরকারি রপ্তানিকারকগণকে আগ্রহী করতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন ট্রেড উইং এবং USDA (United States Department of Agriculture) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন BTF (Bangladesh Trade Facilitation) প্রকল্পের আওতায় রপ্তানী ইস্যুতে comlience অর্জনের কার্যক্রম চলমান আছে। রপ্তানীপণ্যসমূহের উৎপাদনস্তরে Good Livestock Production Practice (GLPP) নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন। Epidemiology Unit এর মাধ্যমে Disease Surveillence কার্যক্রম জোরদারকরনের লক্ষ্যে কোয়ারেন্টাইন ষ্টেশনসমূহ, কেন্দ্রিয় এবং আঞ্চলিক ল্যাবসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান। এছাড়া, Disease Reporting Systerm এর Automotion এর কাজ চলমান।	খ) প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	

৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভী, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন ৫৪টি ব্রিডিং বুল উৎপাদিত আছে। এ সকল বুলের সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন করানোর উদ্দেশ্যে আগষ্ট/২৩ মাস পর্যন্ত মোট ৭.৬১ লক্ষ ডোজ তরল এবং হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ৫.৭১ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ২.৬৯ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। এছাড়া, গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে "কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন" (৩য় পর্যায়) ও "মহিষ উন্নয়ন" (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে। -প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় গঠিত প্রডিউসার গ্রুপসমূহ এবং ব্যাক্তি উদ্যোক্তা পর্যায়ে Value added পণ্য তৈরী ও বাজারজাতকরণে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান করা হচ্ছে।	ক) দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং Value added পণ্য তৈরী করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
		মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ভবিষ্যতে ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নত কৌলিক বৈশিষ্ট্যের ষাঁড়/পাঁঠার বীজ সংগ্রহ করার নিমিত্ত সিমেন ব্যাংক তৈরী করা হচ্ছে। মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৮০ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৫৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ) সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বয়ে National Technical Regulatory Committee (NTRC) মিটিং করার বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) NTRC-কমিটিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর সমন্বয়ে NTRC-কমিটির মিটিং এর আয়োজন করতে হবে এবং NTRC কমিটিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	
৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৩ (তিন)টি লং লাইন পদ্ধতির জলযান (ফিশিং বোট, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলযান সরবরাহকারীর অনুকূলে ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। চুক্তি অনুসারে আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে ০২টি জলযান সরবরাহ করা হবে মর্মে জলযান সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অবহিত করেছে। বাংলাদেশি কোম্পানী ব্লু ইকো লং লাইনার্স লিঃ ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ করার লক্ষ্যে ৮টি লং লাইনার এবং একটি সহায়তাকারী জাহাজের সমন্বয়ে একটি ফ্লিট গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত আবেদন করেন যার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নথি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন সভায় জানান যে, 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য IIFC থেকে প্রাপ্ত	গৃহীত 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই দ্রুত শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		আর্থিক প্রস্তাবনার আলোকে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যা অতি শীঘ্রই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।		
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের "সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম চলমান আছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগষ্ট মাস পর্যন্ত ৩৪০টি দুগ্ধ খামারের নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) খামার নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি সংযুক্ত করে খামারীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করেন।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধনের কার্যক্রমে এনআইডি সংযুক্ত করে খামারীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প' এর যাচাই সভা ১৪/০৯/২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।	'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প' এর যাচাই সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন ও দেশীয় ভেড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ" প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা হচ্ছে। বর্তমানে Meat Processing প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ হতে মালদ্বীপ ও কুয়েতে বেঙ্গল ছাগলের হালাল মাংস রপ্তানি করছে। অন্যান্য মুসলিম দেশে ছাগলের মাংস রপ্তানির প্রধান বাধা পিপিআর (Peste des Petits Ruminants) রোগ দূরীকরণে Mass Vaccination কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পিপিআর ভ্যাকসিন ক্রয় করা হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত মানসম্পন্ন সিমেন এক্সটেন্ডার নির্বাচন, সঠিক প্রজননের সময় নির্বাচন, হিমায়িত বীজ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও ফলাফল মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের অধিক উৎপাদনশীল ৫টি উপজাত (কালো, সাদা, টোগেনবার্গ, ডাচ্ বেল্ট এবং বাদামী) সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। খ) ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পরিচালিত বর্তমানে ৩টি ভেড়ার খামার হতে আগ্রহী খামারিগণের মাঝে হ্রাসকৃত মূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়ে থাকে। PPR Vaccin দেয়ার ফলে অচিরেই দেশে ভেড়া ও ছাগল পিপিআরমুক্ত হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন।	বিদেশে পিপিআরমুক্ত ভেড়ার মাংস রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই

১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট, ২০২৩ মাস পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ০.০৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ২১.৫১ মে.টন কাঁকড়া রপ্তানি করা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট ২০২৩ মাস পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মোট ৯.৭০ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,৬০৬.৪৩ মে.টন কাঁকড়া এবং ৪.৮৭ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ১,২৯৮.৮০ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। গণচীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক বাংলাদেশের ১৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণচীনের General Administration for China Customs (GACC) কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আরো ১৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইলসহ তালিকা চায়না প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের চীনে কাঁকড়া কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। সচিব মহোদয় কুচিয়া প্রজাতি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় সে বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে। একইসাথে কুচিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, - "ক্ষুদ্রঋণ নির্দেশিকা ২০১১" এর আওতায় সমন্বিত করে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। আগষ্ট/২০২৩ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার ০৫ শত ৭৬ টাকা। - বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের বিশেষ তহবিল (৫০০০ কোটি টাকা) হতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রত্যয়ন প্রযোজ্য।	ক্ষুদ্রঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থবিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৪/০২/২০২৩ তারিখের ৫০নং পত্রে শর্ত সাপেক্ষে মোট ২৩ (তেইশ) টি পদ এবং ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে ২৮২ নং পত্রে ৭৮ (আটাত্তর) টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অর্থবিভাগের ০৪/০৯/২০২৩ তারিখের ১০৪ নং স্মারকের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পদসমূহ স্কেল ভেটিং এর পত্র সংশোধনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে ৫৪২ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রকশনা প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ২৬/০৯/২০২৩ তারিখের মধ্যে উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থবিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৪/০২/২০২৩ তারিখের ৫০নং পত্রে শর্ত সাপেক্ষে মোট ২৩ (তেইশ) টি পদ এবং ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে ২৮২ নং পত্রে ৭৮ (আটাত্তর) টি পদসহ মোট ১০১টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অর্থবিভাগের ০৪/০৯/২০২৩ তারিখের ১০৪ নং স্মারকের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পদসমূহ স্কেল ভেটিং এর পত্র সংশোধনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে ৫৪২ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করে।	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
২.	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষিদের ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ সহজীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ বাস্তবায়ন নীতিমালায় অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট এর আওতায় উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করার জন্য খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলের ৪৩০.৫৪ হেক্টর খাল সংস্কার ও পুন:খনন করার সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৬৪.৪৩ হেক্টর খাল সংস্কার ও পুন:খনন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৬৬.১১ হেক্টর আয়তনের খালসমূহ নির্বাচিত চিংড়ি ক্লাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে খালের তালিকা সংশোধন করা হয়েছে যা ডিপিপি সংশোধিত হলে পুন:খনন করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রতি ক্লাস্টার এ ২৫ জন চিংড়ি চাষিদের নিয়ে মোট ৩০০ টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ক্লাস্টারে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯০টি ক্লাস্টারে ৩০ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ করা হয়েছে। মোট ৩০০টি ক্লাস্টারে ১০০ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্রান্ট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ক্লাস্টারভিত্তিক ই-ট্রেসিবিলিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সফটওয়ার প্রস্তুতের পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। এই	ক) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে; খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে; গ) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য পৃথক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরকে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস/মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		প্রকল্পের আওতায় কোভিডকালীন সময়ের ক্ষতি পুষিয়ে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম চলমান রেখে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের মাছ ও চিংড়ি চাষিদের চিংড়ি খাদ্য ও চিংড়ি পোনা (পিএল) কেনা বাবদ ৭৭,৮২৬ জন চাষিকে মোট ৯৯.৭০২৭ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য পৃথক ব্যাংক করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।		
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, National Residue Control Plan (NRCP)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থবিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৪/০২/২০২৩ তারিখের ৫০নং পত্রে শর্ত সাপেক্ষে মোট ২৩ (তেইশ) টি পদ এবং ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে ২৮২ নং পত্রে ৭৮ (আটাত্তর) টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অর্থবিভাগের ০৪/০৯/২০২৩ তারিখের ১০৪ নং স্মারকের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পদসমূহ স্কেল ভেটিং এর পত্র সংশোধনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে ৫৪২ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪.	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদন হয়েছে। প্রস্তাবিত 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পে হালদা নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. অভয়াশ্রম পাহারার জন্য ৩৯ জন পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে।	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৭। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে:

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;

৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা;
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নিদির্ষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা;
১২.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
১৩.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করা;
১৪.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করা;
১৫.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন'';
১৬.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ;
১৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;
১৯.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করন;
২০.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।

৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি বাস্তবায়নের উপর এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৪/০৯/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও অফিস ঠিকানা	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ অতিরিক্ত সচিব	০১৭১১৯৬৭৯২৫	[signature] ২৪/৯/২৩
২.	এ.বি.এম. মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য	01558308848	[signature] 24-9-23
৩.	মো: আব্দুল কাইয়ূম অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য	01711-849851	[signature] 24/09/2023
৪.	Md. Tofazzel Hossain Additional Secretary (Planning)	01556 [illegible]	[signature] 24.9.23
৫.	[illegible] মৎস্য	01715-290741	[signature] 24/9/2023
৬.	ড. [illegible] মহাপরিচালক, [illegible]	০১৭১২[illegible]৮	[signature]
৭.	ড. [illegible] মহাপরিচালক, বি.এল.আর.আই	০১৭১২৪৪৮[illegible]	[signature] ২৪/৯/২৩
৮.	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ [illegible] অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমী	০১৭৬৯৭৮১১৪৪	[signature] ২৪/৯/২৩
৯.	খ. মাহবুবুল হক মহাপরিচালক (চ.দা) মৎস্য অধিদপ্তর	০১৭১২২৫৩[illegible]	[signature] ২৪/৯/২৩
১০.	ডা: মো: এমদাদুল হক তালুকদার, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০১৭১১১৬২৭৩৯	[signature] ২৪/০৯/২০২৩
১১.	সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর চেয়ারম্যান (অতি: সচিব) বামউক	০১৭১১২৭৯৮-৬১	[signature] ২৪/০৯/২০২৩
১২.	[illegible] উপসচিব, MOFL	01703860307	[signature] 24/09/2023
১৩.	নাসরিন আক্তার, যুগ্মসচিব	০১৫৫২৪৯৮৯৬৩	[signature] ২৪/৯/২৩
১৪.	মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান যুগ্ম সচিব	০১৭৮৮-[illegible]	[signature] ২৪/৯/২৩
১৫.	শাহীনা ফেরদৌসী, যুগ্মসচিব	01797499730	[signature] 24.9.23
১৬.	ড. [illegible], প্রকল্প পরিচালক FLID	01712-689625	[signature] ২৪/০৯/২৩
১৭.	ডা: গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস [illegible], [illegible]	01715457677	[signature] 24/09/2023

১৮.	ড. এস এম যোবায়দুল কবির		01715279384
১৯.			
২০.			
২১.			
২২.			
২৩.			
২৪.			
২৫.			
২৬.			
২৭.			
২৮.			
২৯.			
৩০.			
৩১.			
৩২.			
৩৩.			
৩৪.			
৩৫.			